إِشَارَاتُ الإِعْجَازِ
فِيْ مَظَانِّ الْإِيْجَازِ

ইশারাতুল ই'জায
ফি-মাযান্নিল ঈজায

মূল
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

অনুবাদ
মামুন বিন ইসমাঈল

সম্পাদনা
আহ্‌মদ বদরুদ্দীন খান
সম্পাদক : মাসিক মদীনা

সোজলার পাবলিকেশন লিঃ
SOZLER PUBLICATION LTD

إِشَارَاتُ الإِعْجَازِ فِيْ مَظَانِّ الْإِيْجَازِ

بَدِيْعُ الزَّمَان سَعِيْد النُّوْرْسِي

ইশারাতুল ই'জায

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

İŞARAT-ÜL İ'CAZ

Bediuzzaman Said Nursi

অনুবাদ : মামুন বিন ইসমাঈল

*Transleted By : **Mamun Bin Ismail***

সম্পাদনা : আহ্‌মদ বদরুদ্দীন খান
সম্পাদক : মাসিক মদীনা

*Edited By : **Ahmed Badruddin Khan***
Editor : Monthly Madina

প্রকাশকাল :
জুন ২০২০ খ্রীস্টাব্দ।

Published :
June 2020

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস :
মাসিক মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস
৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

Cover & Inner Design :
Monthly Madina Graphics System
38/2, Bangla Bazar, Dhaka-1100

প্রকাশক :
সোজলার পাবলিকেশন লিঃ
গিয়াস গার্ডেন বুকস্ কমপ্লেক্স, দোকান নং : ১১৮
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৬৭৮২২০৬৪, ০১৬৭৬৫১৮৯৮৭
e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com

Publisher :
Sozler Publication Ltd.
Giyas Garden Books Complex, Shop No. : 118
37 North brook Hall Road, Bangla bazar, Dhaka.
Mobile : 01767822064, 01676518987
e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com

মূল্য : ৫৬০ (পাঁচশত ষাট) টাকা মাত্র।

Price : 560 (Five Hundred Sixty) Tk Only.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
লেখকের ভূমিকা	১২
অন্তরের ঘোষণা	১৫
হৃদয়ের ফলাফল	১৫
এক ঝলক কোরআন-পরিচিতি	১৭
কোরআনের চারটি উদ্দেশ্য	১৮
উদ্দেশ্যগুলো সবকিছুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়	১৯
আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহ; সত্তাগত ও কর্মগত	২০
অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সকল সিফাত সুস্পষ্ট	২০
সূক্ষ্ম ও সুমহান নেয়ামতসমূহ	২১
মুতাশাবিহাতের হেকমত	২১
সূরা ফাতেহা	২২
সমস্ত বস্তুকে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিপালন	২৩
জগতের বিভিন্ন অংশ জীবিত ও বুদ্ধিমান	২৩
প্রতিপালনের দুটি ভিত্তি	২৪
রহ্মত ও দয়া কেয়ামতের ইঙ্গিতবাহক	২৪
কেয়ামত দিবসে উপায়-উপকরণগুলো থাকবে না	২৪
আকিদা-বিশ্বাস ও উপায়-উপকরণের সীমারেখা	২৫
نَعْبُدُ ও نَسْتَعِيْنُ-এর কিছু রহস্য	২৬
কিভাবে উপায়-উপকরণগুলোকে ব্যবহার করা হবে?	২৭
হেদায়াতের স্তর ও ধাপসমূহ	২৭
সীরাতে মুস্তাকিম এবং মানুষের সক্ষমতা	২৮
অলৌকিক চিত্র ও নক্শা	২৯
শাখাগত বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মত-বিরোধের রহস্য	৩১
কদর্যতা ও মন্দত্ব সৃষ্টির রহস্য	৩১
(সূরা ফাতেহার) শেষে একটি চমৎকার রহস্য রয়েছে	৩২
ভ্রষ্টতার যন্ত্রণা এবং ঈমানের মিষ্টতা	৩৩
সূরা বাক্বারাহ্	৩৫
কোরআনে পুণরাবৃত্তির হেকমত ও রহস্য	৩৫
﴿الٓمٓ﴾ আলিফ-লাম-মীম-এর আলোচনাসমূহ	৩৬
﴿ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢﴾ এটা সেই কিতাব; এতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ	৪০

ভূমিকা : অলঙ্কারশাস্ত্রের ভিত্তিসমূহের বর্ণনা	৪০
আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সম্পর্কের সূত্রসমূহ	৪২
পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার রহস্য	৪৪
তাফসীরবিদদের মতভেদের রহস্য	৪৫
তাফসীরের প্রকারে ভিন্নতার শর্তসমূহ	৪৫
ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ (যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে)	৪৬
ঈমানের পরিচিতি	৪৭
সাধারণ লোকদের ঈমান	৪৭
﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ (তারা সালাত কায়েম করে)	৪৭
শব্দ-বিন্যাস এবং সালাতের রহস্যগুলোর বর্ণনা	৪৭
﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে)	৪৯
আয়াতের বিন্যাস এবং দান-সদকার শর্ত	৪৯
নিকৃষ্ট স্বভাব-চরিত্রের উৎস	৫০
সমাজ কিভাবে সুশৃঙ্খল হয়?	৫০
وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ (আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর যারা ঈমান আনে)	৫২
শব্দ রহিত করা এবং শর্ত-বিহীন রাখার রহস্য	৫২
﴿وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾ (এবং যা তোমার পূর্বে নাযীল করা হয়েছে)	৫৪
দুই : আহলে কিতাবদেরকে উৎসাহ প্রদানের রহস্য	৫৪
চার : শাখাগত বিধান পরিবর্তন হওয়ার রহস্য	৫৫
নবুওয়াতে যে সকল উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে	৫৫
﴿وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (আখেরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী)	৫৭
আখেরাতের দশটি প্রমাণ	৫৭
এক. সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা	৫৮
দুই. তত্ত্বাবধান ও রহস্য	৫৮
তিন. জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য	৫৮
চার. স্বভাব-চরিত্রে কোনো বাড়াবাড়ি নেই	৫৮
পাঁচ. বার বার সংঘটিত কেয়ামত	৫৯

ছয়. মানুষের যোগ্যতা ৬০
সাত. আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহ ৬০
আট. রাসূলের বিবৃতি ৬০
নয়. মু'জিযাময় কোরআন ৬১
দশ. সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তি এবং বিচারিক যুক্তি ৬১
﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾
(তারাই তাদের প্রতিপালক-নির্দেশিত পথে রয়েছে) ৬৪
কখনো সংক্ষিপ্ত বাক্যও সুস্পষ্ট অর্থ ব্যক্ত করে ৬৪
﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾
(আর তারাই হচ্ছে সফলকাম) ৬৬
কোরআনে মুতলাক (শর্ত-বিহীন) রাখার রহস্য ৬৭
﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾
(যারা কুফরী করেছে) ৬৮
শব্দ-বিন্যাস : গুণ বৈশিষ্ট্যের জগতে আল্লাহর তাজাল্লী ও দীপ্তি ৬৮
বাক্য সংযোজনের উপযুক্ত স্থান ৬৮
কোরআনে إِنَّ এবং ٱلَّذِينَ ৬৯
কুফরের সংজ্ঞা ৭০
শয়তানও কি আল্লাহ্ তা'আলাকে চিনত? ৭০
তুর্কি টুপি পরিধান করা প্রসঙ্গ ৭১
কিছু প্রশ্নোত্তর ৭১
নিকৃষ্ট বস্তু হল কুফর ৭৩
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমান ও কুফরী কর্ম ৭৪
﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ...﴾
(আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কান মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন) ৭৬
তাকদীর এবং মানুষের ইচ্ছাধীন কর্ম ৭৬
আল্লাহ্ তা'আলার আদি জ্ঞান ও ইচ্ছাকর্ম ৭৮
উপায়-উপকরণের প্রভাবের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির উৎস ৭৯
﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ...﴾
(আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন) ৮১
আয়াতের বিন্যাস ৮১
অন্তরকে সীলমোহর করে দেয়া এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য ৮১
سَمْعٌ তথা কানকে একবচন আর أَبْصَٰرِ তথা দৃষ্টিকে বহুবচন উল্লেখ করার কারণ ৮২
কুফরের প্রতিদানে ন্যায়পরায়ণতা ৮৪

হেকমত ও রহমতের কারণ	৮৫
﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ...﴾	
(আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে...)	৮৬
মোনাফেকদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা	৮৬
কেন একবচন ও বহুবচন?	৮৮
বাহ্যিক বৈপরীত্য দূর করা	৮৯
بِ অক্ষরের সূক্ষ্ম রহস্য	৮৯
﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ...﴾	
(আল্লাহ্ এবং মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়)	৯০
আয়াতের বিন্যাস এবং প্রথম অপরাধ সম্পর্কিত আলোচনা	৯০
মোনাফেকদের ক্ষতি কোথায় কোথায় নিহিত রয়েছে?	৯৪
কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে কি মিথ্যা বলা বৈধ?	৯৬
সত্যের সৌন্দর্য	৯৬
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا...﴾	
(আর তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না')	৯৮
আয়াতের বিন্যাস ও দ্বিতীয় অপরাধ	৯৮
সঠিক নসিহত এবং স্তরসমূহ	৯৮
অসৎ কাজে নিষেধ করার বিধান	১০০
মানব সমাজে মোনাফেকির বিষাক্ত প্রভাব	১০০
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا...﴾	
(যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান এনেছে)	১০৩
আলোচ্য আয়াতের বিন্যাস ও তৃতীয় অপরাধ	১০৩
কারা প্রকৃত নির্বোধ?	১০৪
সৎপথের আদেশ দেয়ার বিধান	১০৪
নসিহত প্রদানকারীর বৈশিষ্ট্য	১০৪
ইসলামই হল অসহায়-গরিবদের আশ্রয়স্থল	১০৫
মুসলিম বিশ্বের দুর্যোগের কারণসমূহ	১০৬
ইসলামে জ্ঞানের মর্যাদা	১০৬
﴿وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا﴾	
(আর যখন তারা মুমিনদের সংস্পর্শে আসে)	১০৮
আয়াতের বিন্যাস ও চতুর্থ অপরাধ	১০৮
ঈমান ও মোনাফেকীর বৈশিষ্ট্য	১০৮
﴿أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَٰلَةَ﴾	

(আর এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে) ১১৪
আয়াতের বিন্যাস ১১৪
যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যবসা করা ১১৫
﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا﴾
(তাদের উপমা : যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করল) ১১৭
অনুচ্ছেদ : বিন্যাসের আলঙ্কারিকতা ১১৮
উপমা প্রদানের দশটি উপকারিতা ১২৩
সাদৃশ্য বর্ণনার উদ্দেশ্য ১২৩
কোরআনের মুতাশাবিহাত ১২৩
বারোটি বিষয়ে কোরআনের মু'জিযাময় বর্ণনা ১২৪
এক. অর্থের বিন্যাস ১২৪
দুই. যাদুময়ী বর্ণনা ১২৫
তিন. ভাষা-পদ্ধতি ১২৬
চার. ভাষার দৃঢ়তা ১২৮
পাঁচ. ভাষার গড়ন ও গঠন ১২৮
ছয়. উদ্দেশ্যের ভিন্নতা ১২৯
সাত. কল্পনার বীজ ১৩০
আট. অর্থের ভিন্নতা ১৩০
নয়. ভাষালঙ্কারের সর্বোচ্চ স্তর ১৩০
দশ. সাবলীল ভাষা ১৩১
এগারো. নির্ভুল ভাষা ১৩১
বারো. বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ১৩১
উপমা বর্ণনার ক্ষেত্রে হেকমত ও রহস্য ১৩২
মোনাফেকের কি কোনো নূর আছে? ১৩৩
বিপদগ্রস্ত কিভাবে সান্ত্বনা পায়? ১৩৪
মোনাফেকের মুক্তির উপায়সমূহ ১৩৯
﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾
(কিংবা যেমন, আকাশের বর্ষণ-মুখর ঘন মেঘ) ১৪০
আয়াতের বিন্যাস এবং মোনাফেকদের অবস্থার চিত্রায়ণ ১৪০
বৃষ্টিবর্ষণের সূক্ষ্ম একটি বিশ্লেষণ ১৪৪
جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ আয়াতাংশের অসাধারণ উপমা ১৪৫
বিদ্যুৎ ও মেঘ গর্জন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ম ১৪৭
উপকরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর হেকমত ও রহস্য ১৫২

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ﴾
(হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর) ১৫৪
ভূমিকা : ইবাদতের বিভিন্ন রহস্য ১৫৪
স্রষ্টার প্রমাণের দলীলসমূহ ১৫৬
তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের দলীল ১৫৭
সৃষ্টিকর্মের দলীল ১৫৯
বস্তুর চিরন্তন বিভ্রান্তি ১৫৯
প্রকৃতি কি? ১৬০
তাওহীদের দলীল : আসমান যমীনের পারস্পরিক সহযোগিতার রহস্য ১৬১
আল্লাহ্ পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত ১৬১
দলীলে ইমকানী তথা সম্ভব হওয়ার দলীল ১৬২
বিভিন্ন বাক্য, গঠন ও সমষ্টির বিন্যাস ১৬২
আল্লাহ্ কর্তৃক لَعَلَّ (সম্ভবতঃ) অব্যয় ব্যবহারের রহস্য ১৬৭
তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর ১৬৭
বিশ্বজগত মানুষের জন্য সৃষ্ট ১৬৯
মুশরিকদের বিভিন্ন স্তর ১৭১
﴿وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ...﴾
(আমি আমার বান্দার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে) ১৭২
ছয়টি আলোচনার মাধ্যমে নবুওয়াতের বিশ্লেষণ ১৭২
এক. নবীগণের অবস্থার অনুসন্ধান ও গবেষণা ১৭২
দুই. আমাদের নবীর অবস্থাসমূহ ১৭২
তিন. তাঁর যথার্থতা প্রমাণে অতীত ও বর্তমান কালের সহমতপোষণ ১৭৩
চার. নবীগণের বিভিন্ন ঘটনা ১৭৪
পাঁচ. সৃষ্ট জগতের সামগ্রিক পরিবর্তন ১৭৫
ছয়. সুমহান শরীয়ত ১৭৭
কোরআনের বাস্তবতা স্বীকারে ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিবর্গ ১৭৮
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ১৭৯
রাসূলের যুগে তার বিভিন্ন নিদর্শন ১৮০
কোরআনের সংশয় নিরসন ১৮০
১. কোরআনের মুতাশাবিহাত ১৮১
২. জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোরআনের অস্পষ্টতা ১৮১
৩. সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং উদ্ঘাটিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ১৮১
সাত. রাসূলের বিভিন্ন ধরনের মু'জিযা ১৮৪

এক ঝলক কোরআন-পরিচিতি

প্রশ্ন : কোরআন কী?

উত্তর : কোরআন হলো- এই সৃষ্টিজগত নামক মহাগ্রন্থের শাশ্বত মুখপত্র...

সৃষ্টিজগতের নিদর্শনসমূহের বর্ণনাকারী বহুভাষার চিরন্তন মুখপত্র...

বিভিন্ন ভাষার শাশ্বত মুখপত্র- যা সৃষ্টিজগতের নিদর্শনগুলোকে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে....

কোরআনুল কারীম হলো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পত্রে পত্রে লুকায়িত আধ্যাত্মিক গুপ্ত ধন-ভাণ্ডারের উন্মোচক...

কোরআনুল কারীম হলো ঘটনার ছত্রে ছত্রে লুকায়িত প্রকৃত অবস্থার এক চাবি...

কোরআনুল কারীম হলো প্রত্যক্ষ জগতে অপ্রত্যক্ষ জগতের ভাষা...

এই দৃশ্যমান জগতের পর্দার আড়ালে লুকায়িত অদৃশ্য জগত থেকে আগত সুমহান সত্তার চিরন্তন সম্বোধন এবং আল্লাহ্ তা'আলার শাশ্বত মনোযোগ ও গুরুত্বের প্রাণকেন্দ্র...

কোরআনুল কারীম হলো ইসলামের আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য, ভিত্তি ও প্রকৌশল.....

কোরআনুল কারীম হলো আখেরাত-জগতের প্রকৃত মানচিত্র....

কোরআনুল কারীম হলো আল্লাহর সত্তা, গুণ, নাম এবং তাঁর কার্যাবলির সমুজ্জ্বল মুখপত্র, অকাট্য প্রমাণ, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যাকারের বাণী....

কোরআনুল কারীম হলো এই মানব-জগতের অভিভাবক....

মহামানবতা তথা ইসলামের আলো ও পানিসদৃশ এই কোরআনুল কারীম....

কোরআনুল কারীম হলো মানবশ্রেণীর প্রকৃত দর্শন....

কোরআনুল কারীমই হলো, প্রকৃত পথপ্রদর্শক- যা মানবজাতিকে মহাসৌভাগ্যের পথ দেখায়...

কোরআনুল কারীম মানুষের জন্যে যেমনিভাবে বিধানগ্রন্থ তেমনিভাবে দর্শনেরও গ্রন্থ... যেমনিভাবে দোয়া ও ইবাদতের গ্রন্থ তেমনিভাবে নির্দেশ ও দাওয়াতের (ইসলামের পথে আহ্বানের)-ও গ্রন্থ.... যেমনিভাবে উপদেশগ্রন্থ তেমনিভাবে চিন্তা ও গবেষণারও গ্রন্থ....

যেসকল গ্রন্থ মানুষের আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন পূরণ করে সেই গ্রন্থসমূহের সমন্বয় সাধনকারী একক অনন্য পবিত্র গ্রন্থ এই কোরআনুল কারীম।

এমনিভাবে এই কোরআন এমন এক পবিত্র গ্রন্থাগারের সাথে সাদৃশ্য রাখে- যা অসংখ্য অগণিত গ্রন্থের সমাহারে সমৃদ্ধ।

এমনকি এই কোরআনুল কারীম অলী-আওলিয়া, সিদ্দীকীন, আরেফ বিল্লাহ্ ও মুহাক্কিকগণের বিভিন্ন মত-পথ ও অনুসৃত পথের এমন এক পয়গাম প্রকাশ করেছে- যা ঐ মত-পথের রুচিবোধের অনুকূলে এবং সেটাকে উজ্জ্বলতা দান করে এবং যা ঐ মত-পথকে উন্নতি দান ও অগ্রগতি প্রদানের সবিশেষ সহায়ক, যেন এই কোরআন বিভিন্ন গ্রন্থের সমন্বয়ক।

সাঈদ নূরসী

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ ۝١ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۝٢ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ۝٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾

فَنَحْمَدُهُ مُصَلِّيْنَ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَ جَعَلَ مُعْجِزَتَهُ الْكُبْرَى الْجَامِعَةَ بِرُمُوْزِهَا وَ إِشَارَاتِهَا لِحَقَائِقِ الْكَائِنَاتِ بَاقِيَةً عَلَى مَرِّ الدُّهُوْرِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَلَى آلِهِ عَامَّةً وَأَصْحَابِهِ كَافَّةً

১. করুণাময় আল্লাহ্, ২. শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, ৩. সৃষ্টি করেছেন মানুষ ৪. তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ বর্ণনা। (সূরা আর রাহ্মান : ১-৪)

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর- যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করেছেন জগতের রহ্মত হিসেবে। বিভিন্ন ইশারা ও ইঙ্গিতে যাঁর সুমহান মু'জিযাকে সৃষ্টিজগতের হাকিকত ও বাস্তবতা প্রকাশের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেছেন এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবিদের উপর।

হামদ ও সালামের পর, নিম্নোক্ত বিষয় জেনে রাখা ভাল-

কোরআনের চারটি উদ্দেশ্য

প্রথমতঃ "ইশারাতুল ইজায" দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো কোরআনের শব্দ-বিন্যাসের তাফসীর করা। কেননা, শব্দ-বিন্যাসের মাধ্যমেই কোরআনের ইজায ও অলৌকিকত্ব ফুটে ওঠে এবং কোরআনের শব্দ-বিন্যাসের রূপায়নই হলো ইজায ও অলৌকিকতা।

দ্বিতীয়তঃ কোরআনের মৌলিক উদ্দেশ্য ও মূল উপাদান হলো চারটি; **এক.** তাওহীদ; **দুই.** নবুওয়াত; **তিন.** হাশর; **চার.** ন্যায়বিচার।

এর কারণ হলো, আদম-সন্তান যখন যাযাবর ও ভবঘুরের মতো ঘুরছিল, অতীতের শহর ও গিরিপথে ঘুরছিল, জীবন ও অস্তিত্বের মরুভূমিতে সফর করছিল, ভবিষ্যতের উচ্চতার দিকে যাচ্ছিল, জান্নাতের অভিমুখী হচ্ছিল, তখন সৃষ্টির যোগসূত্র তাদেরকে কাঁপিয়ে তুলল, সৃষ্টিজগত তাদের অভিমুখী হল। মনে হলো- যেন সৃষ্টির প্রশাসন তাদের নিকট দর্শন-শাস্ত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছে। অতঃপর এই দর্শনশাস্ত্র আদম-সন্তানকে প্রশ্ন করল এবং জানতে চাইল যে, হে আদম-সন্তান! কোত্থেকে তোমার আগমন? কোথায় তোমার প্রস্থান? এখানে তুমি কী করছো? তোমার বাদশাহ্ কে? তোমার প্রবক্তা কে?

সৃষ্টির এই আলোচনার মাঝেই আদম-সন্তানের মধ্য থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন মানব-জাতির মধ্যমণি মুহাম্মদে আরাবী হাশেমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কোরআনের ভাষায় তিনি উত্তর দিলেন- হে দর্শন! ০০৬ আমরা সুমহান একটি সৃষ্টি। অনাদি বাদশাহর কুদরতে অস্তিত্বহীনতার অন্ধকার থেকে অস্তিত্বের আলোয় এসেছি। আমরা আদম-সন্তান। নির্দেশ পালনের জন্য আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, ঈমান ধারণ করে আমরা আমাদের সমজাতীয় সৃষ্টির মধ্য থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। আমরা ভ্রমণ-ডানায় ভর করে হাশরের পথ হয়ে চিরসুখ ও সৌভাগ্যের দিকে যাত্রা করছি। আমরা এখন সেই চিরসুখ ও সৌভাগ্য লাভে ব্যস্ত এবং আমাদের মূলধন অর্থাৎ, যোগ্যতা বৃদ্ধি করার কাজে নিয়োজিত।

০০৬. অর্থাৎ, হে দর্শনশাস্ত্র! আর শাস্ত্র বলা হয় যে কোনো জ্ঞানকে। আর দর্শন বলা হয় এমন জ্ঞানকে- যা সাধ্যানুযায়ী মানব-সৃষ্টির বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কিত তত্ত্ব ও বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করে। এটা বস্তুগত যুক্তি-নির্ভর জ্ঞান। সূত্র : আত্ তারিফাত, ইমাম জুরজানী।

আমি তাদের নেতা ও মুখপাত্র। আর এই নাও আমার প্রচারপত্র। এটাই হল অনাদি বাদশাহর বাণী। এতে প্রকাশ হচ্ছে ইজায ও অলৌকিকতার দ্যুতি। আর উপরিউক্ত সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা হল এই কোরআন।

আর উল্লিখিত চারটি বিষয়ই পবিত্র কোরআনের মৌলিক উপাদান।

উদ্দেশ্যগুলো সবকিছুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়

যেমনিভাবে পুরো কোরআনে এই চারটি বিষয় দেখা যায়- তেমনিভাবে প্রতিটি সূরার মধ্যেও এই বিষয়গুলো দেখা যায়। বরং কোরআনের প্রতিটি বাক্যের মধ্যেও এই চারটি বিষয় উঁকি দেয়। এমনকি প্রতিটি শব্দের মধ্যেও এই বিষয়গুলোর ইশারা ও সঙ্কেত পাওয়া যায়। কেননা, কোরআনের প্রতিটি অংশই ধারবাহিকভাবে পুরো কোরআনের সারাংশ বর্ণনা করে- যেমনিভাবে পুরো কোরআনই পর্যায়ক্রমে এক একটি অংশে নিহিত।

পুরো কোরআন এক একটি অংশে সন্নিহিত থাকা এবং এক একটি অংশ পুরো কোরআনে থাকার কারণেই দৃশ্যমান এই কোরআনের পরিচিতি এভাবে দেয়া যায় যে, কোরআন একটি সামগ্রিক গ্রন্থ। কিন্তু এর মধ্যে ছোট আংশিক বিষয়গুলোও এক একটি সামগ্রিক কোরআন-তুল্য।

প্রশ্ন : যদি বলেন যে, আপনার এই দাবি অনুযায়ী আমাকে ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ﴾ আর ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾-এর মধ্যে এই উপাদানগুলো দেখিয়ে দিন।

উত্তর : তাহলে বলা হবে যে, দেখুন, বান্দাকে শেখানোর জন্য যখন ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ﴾ নাযিল হয়েছে তখন এই বাক্যাংশের মধ্যে قُلْ তথা 'বলো' এই বাক্যাংশটি উহ্য ছিল। আর বিভিন্ন কোরআনিক উক্তির ক্ষেত্রে এটাই হল মূল বিষয়। ০০৭ এর উপরই ভিত্তি করে বলা যায় যে, قُلْ বাক্যাংশের মধ্যে রাসূলের রাসূল হওয়ার ইশারা রয়েছে। আর ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ﴾-এর মধ্যে উলুহিয়াতের বা প্রভুত্বের ইশারা রয়েছে। আর باء কে আগে উল্লেখ করার মধ্যে তাওহীদের ইশারা পাওয়া যায়। আর ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ﴾-এর মধ্যে আল্লাহর ন্যায়-নিষ্ঠা ও অনুগ্রহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾-এর মধ্যে হাশরের ইশারা রয়েছে।

এমনিভাবে ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾-এর মধ্যে উলুহিয়াতের ইশারা রয়েছে। আর لام হল বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়াকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে তাওহীদের ইশারা রয়েছে।

﴿رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾-এর মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়বিচার এবং নবুওয়াত ও রেসালাতের ইশারা রয়েছে। কেননা, রাসূলদের মাধ্যমেই তো মানব-জাতির প্রতিপালন। আর ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ এই আয়াতের মধ্যে তো স্পষ্টভাবেই হাশরের ইশারা রয়েছে।

এমনকি সূরা কাওসারের ০০৮ ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ﴾ ঝিনুকগুলোও এই মুক্তামালা-সদৃশ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে। উপমা হিসেবে এতোটুকু উল্লেখ করলাম। আর বাকিগুলো এর উপর অনুমান করে নিন। ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ﴾ সূর্যের মতোই অন্যকে আলো দান করে। তাই নিজের আলোর দরকার হয় না। তাই এর باء এমন একটি ফেয়েল বা ক্রিয়া-র সাথে মুতাআল্লাক (সম্পর্কিত) হয়েছে, যেটা এর অর্থ থেকেই বুঝে আসে। অর্থাৎ, أَسْتَعِينُ بِهِ (আমি এর দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। অথবা প্রথা-রীতি অনুযায়ী বুঝে আসে অর্থাৎ, أَتَبَرَّكُ بِهِ (আমি এর দ্বারা বরকত লাভ করছি)। অথবা উহ্য قُلْ যে ধরণের মুতাআল্লাক বা

০০৭. আয়াতের অর্থ হল, হে মুহাম্মদ! আপনি এই বাণী পাঠ করুন। আর মানুষকে তা শিক্ষা দিন। (তারীফাত : পৃ. ১৪)
০০৮. পবিত্র কোরআনের সবচে ছোট সূরা।

সম্পর্কিত থাকার দাবি করে তা, যেমন- أَقْـرَأُ (আমি পড়ছি)। এই সকল ফেয়েল বা ক্রিয়া-কে পরে উল্লেখ করার কারণ হলো, যাতে করে ইখলাস ও তাওহীদ আরো দৃঢ়ভাবে পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহ; সত্তাগত ও কর্মগত

اسم (ইসম) শব্দের আলোচনা : জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার কিছু সত্ত্বাগত নাম রয়েছে। আর এমন কিছু নাম রয়েছে- যেগুলো কর্মগত, যেমন- غَفَّارٌ * رَزَّاقٌ * مُحْيِي * مُمِيْت ০০৯ এবং এই ধরনের আরো অন্যান্য নাম। সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন বস্তুতে আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত অসীম কুদরত ও ক্ষমতা হিসেবে আল্লাহর নামেও ভিন্নতা ও বৈচিত্র সৃষ্টি হয়েছে। তাই মনে হয় যেন, ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ সেই প্রভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত, যাতে করে সেই সম্পর্কটা এমন একটি রূহ্ হতে পারে- যা বান্দার অর্জন ও উপার্জনকে দীর্ঘায়ু ও বিস্তৃত করে।

﴿اللهِ﴾ এই সুমহান শব্দটি এমন অনুলিপি- যা আল্লাহর যথাযথ বৈশিষ্ট্যগুলোকে বুঝানোর জন্যে সেগুলোকে আবশ্যিকভাবে সমন্বয় করে। আর এর রহস্য হলো ﴿اللهِ﴾ শব্দটি আল্লাহর অন্য সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণকে আবশ্যিকভাবে বর্ণনা করে, তবে অন্যান্য নাম এর ব্যতিক্রম। কারণ, সেগুলো ﴿اللهِ﴾ শব্দের মতো অন্য গুণাবলিকে ধারণ করে না।

অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সকল সিফাত সুস্পষ্ট

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾-এর শব্দ-বিন্যাস : ﴿اللهِ﴾ এই সুমহান শব্দ থেকে যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব অবিরাম প্রকাশ হতে থাকে তেমনিভাবে ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ থেকেও আল্লাহর সৌন্দর্য অবিরাম প্রকাশ হতে থাকে। কেননা, বড়ত্ব ও সৌন্দর্য এমন দুটি মূল ও সূত্র- যা প্রত্যেকটি সৃষ্টিজগতে এই দুটির তাজাল্লীতে পরিপূর্ণ -এর থেকে অসংখ্য শাখা অবিরাম বের হতে থাকে। যেমন, আদেশ-নিষেধ, আযাব-সওয়াব, তাসবীহ্ ও মহিমা বর্ণনা, তাহ্মীদ ও প্রশংসা বর্ণনা, অনুপ্রেরণা-ভীতিপ্রদর্শন, ভয়-আশা ইত্যাদি।

এমনিভাবে ﴿اللهِ﴾ শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার সত্ত্বাগত ও পবিত্র গুণাবলির দিকে ইশারা করে। ﴿الرَّحِيمِ﴾ শব্দ অসত্ত্বাগত ও কর্মগত, এবং ﴿الـرَّحْمَنِ﴾ শব্দ এমন সাতটি গুণের ইঙ্গিত দেয়- যেগুলো সত্ত্বাও নয় এবং অসত্ত্বাও নয়। কেননা, ﴿الـرَّحْمَنِ﴾ অর্থ হল রায্যাক। আর রায্যাক বলা হয় অবস্থিতি ও স্থায়িত্ব দানকারীকে। আর অবস্থিতি ও স্থায়িত্ব হল অবিরাম অস্তিত্বকে ধরে রাখা। আর অস্তিত্ব থাকতে হলে এমন কিছু গুণের প্রয়োজন হয়, যেগুলো পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে, বৈশিষ্ট্য দান করতে পারে এবং প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর এই অস্তিত্ব হল (১) ইল্ম (জ্ঞান), (২) ইরাদা (ইচ্ছাশক্তি) ও (২) কুদরত (ক্ষমতা)। আর যেই স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি রিযিক প্রদানের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সেটার প্রথাগত দাবি হল (৪) দৃষ্টিশক্তি, (৫) শ্রবণশক্তি ও (৬) বাকশক্তি থাকতে হবে। কেননা, রায্যাকের জন্য দৃষ্টিশক্তি আবশ্যক, যাতে করে তিনি মারযুকের প্রয়োজন দেখতে পারেন, মারযুক যদিও আবেদন-নিবেদন না করে। এমনিভাবে রায্যাকের জন্য শ্রবণশক্তি থাকা দরকার- যাতে করে তিনি মারযুকের কথা শুনতে পারেন- যদি সে আবেদন নিবেদন করে, এবং রায্যাকের জন্য বাকশক্তি থাকা দরকার- যাতে করে তিনি কোনো মাধ্যমের সাথে কথা বলতে পারেন। আর এই ছয়টি বিষয়ই সপ্তম

০০৯. এগুলোর অর্থ জানতে শব্দ-নির্দেশিকা দেখুন। আর আমাদের গ্রন্থে এমন অনেক আরবী শব্দ প্রয়োজনের কারণে রাখতে হয়েছে। তাই পাঠককে এই শব্দসমূহের অর্থ অভিধান থেকে দেখে নেয়ার অনুরোধ করা হল।

আরেকটি বিষয়কে আবশ্যক করে তোলে, আর সেটা হল (৭) জীবন। ০১০

সূক্ষ্ম ও সুমহান নেয়ামতসমূহ

প্রশ্ন : ﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ﴾ দ্বারা বড় বড় নেয়ামতকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾ দ্বারা ছোটো ছোটো নেয়ামতকে বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু ﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾-এর মধ্যে ﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ﴾ আগে আর ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾ পরে হওয়াতে সানআতুত তাদাল্লী ০১১ হয়েছে। আর ভাষা-অলঙ্কার রক্ষিত হয় (সানআতুত তারাক্কী)-র ০১২ ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, নিচু থেকে উঁচু, ছোটো থেকে বড় এভাবে শব্দ-বিন্যাস করা হলে ভাষালঙ্কার রক্ষিত হয়।

উত্তর : এক. এই শব্দ-বিন্যাসের উদ্দেশ্য হল পূর্ণতা দান করা। যেমন, চোখের জন্য চোখের মনি, ঘোড়ার জন্য লাগাম ও বাকডোর।

দুই. যখন বড়টি ছোটটির উপর নির্ভর করে তখন ছোটটি উন্নত হয়ে থাকে। তাই পরে উল্লেখ করা হয়। যেমন, তালার জন্য চাবি, অন্তরের জন্য ভাষা।

তিন. এটা যেহেতু নেয়ামতের ক্ষেত্র ও স্থানের উপর সতর্ক করার স্থান- তাই গোপনতম নেয়ামতের ব্যাপারে সতর্ক করাই বেশি যুক্তিযুক্ত, ফলে দয়া ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সানআতুত তাদাল্লী। আর সতর্ক করার ক্ষেত্রে সানআতুত তারাক্কী উত্তম।

মুতাশাবিহাতের হেকমত

প্রশ্ন : যদি বলেন যে, ﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ﴾ ও ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾ এবং এই ধরনের সূচনাগত অভিব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে অসম্ভব, যেমন অন্তর নরম হওয়া। আর এর দ্বারা যদি সমাপ্তি বা পরিণতি উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে এই রূপক শব্দ ব্যবহারের রহস্য কি?

উত্তর : এক. আমি বলি, এটা মুতাশাবিহাতের হেকমত। ০১৩ আর তা হল আরো সহজে বুঝানোর জন্য মানুষের চিন্তাকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মানুষের মনে আল্লাহ্ তা'আলার কল্পনা সৃষ্টি করা। যেমন, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো শিশুর সাথে কথা বলে তখন শিশুসুলভ কথা বলে এবং ধীরে ধীরে শিশুর সাথে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করে। এর কারণ হলো, মানুষ আগে অনুভূতি থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। আর মানুষ তার কল্পনা থেকে এবং পরিচিত বিষয়গুলো থেকেই শুধু বাস্তবতাকে অবলোকন করতে পারে।

দুই. কথা বলার উদ্দেশ্য হলো মর্ম ও তাৎপর্যের বিবরণ দেয়া। আর এটা তো শুধু হয় অন্তর ও অনুভূতিতে প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর প্রভাব বিস্তার করা যায় শ্রোতার পরিচিত পদ্ধতিতে হাকিকত বর্ণনা করার দ্বারা। আর তাহলেই যে কোনো কিছু সহজেই অন্তর মেনে নেয় এবং গ্রহণ করে নেয়।

০১০. মূল গ্রন্থে চিহ্নিত করা নেই। তাই এভাবে সাতটি গুণের নির্দেশনা দেয়া হল।

০১১. সানআতুত তাদাল্লী হচ্ছে, আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি পরিভাষা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- শব্দ বা বাক্যকে উঁচু অবস্থান থেকে নিচু অবস্থানে নামিয়ে আনা। অর্থাৎ, বাক্যের মানহানি ঘটানো। (অনুবাদক)

০১২. সানআতুত তারাক্কীও আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি পরিভাষা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- শব্দ বা বাক্যকে নিচু অবস্থান থেকে উঁচু অবস্থানে উন্নীত করা। অর্থাৎ, বাক্যের মান বৃদ্ধি ঘটানো। (অনুবাদক)

০১৩. 'মুতাশাবিহাত' হল যেগুলোর বাস্তবিক অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অসম্ভব, যেমন- হাত, আমাদের হাতের মতো আল্লাহ্ তা'আলার হাত একথা বলা যাবে না।

সূরা ফাতেহা

﴿اَلْحَمْدُ﴾ পূর্বের আলোচনার সাথে এর শব্দ-বিন্যাস : ﴿اَلرَّحْمٰنِ﴾ এবং ﴿اَلرَّحِيْمِ﴾ যেহেতু নেয়ামতের ইশারা প্রদান করে তাই এরপরে প্রশংসার আলোচনা আসা দরকার।

পবিত্র কোরআনের চারটি সূরা ০১৪ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। আর সেই প্রত্যেকটি সূরার বর্ণনার মূল লক্ষ্য হল আল্লাহর মৌলিক নেয়ামতের বিবরণ তুলে ধরা। অর্থাৎ, মানুষের প্রথম সৃষ্টি, পৃথিবীতে মানুষের স্থায়িত্ব-লাভ, মৃত্যুর পর পূণরায় জীবনদান করা এবং আখেরাতে স্থায়িত্ব-লাভ। ০১৫

শব্দ-বিন্যসের ব্যাখ্যা : অর্থাৎ, সূরা ফাতিহাকে ফাতিহা নামকরণ করার কারণ হল এটি পবিত্র কোরআনের সূচনা-পর্ব। অর্থাৎ, কারণ ও উদ্দেশ্য কল্পনা করার মতো যা পূর্ব থেকেই চিন্তা-চেতনায় স্থির হয়ে আছে। কেননা, হামদ ও প্রশংসা হলো ইবাদত ও মারেফাতের সংক্ষিপ্ত একটি রূপ। আর সৃষ্টিই হল ইবাদতের উৎস। আর সৃষ্টিজগতের রহস্য ও উদ্দেশ্যই হলো এই মারেফাতের উৎস। তো আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাবাণী উল্লেখ করার মধ্যেই যেন মূল উদ্দেশ্যের কল্পনা নিহিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আমার ইবাদত করার জন্যেই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্ যারিয়াত : ৫৬)

আর হামদের প্রসিদ্ধ একটি অর্থ হলো পরিপূর্ণ সিফাত ও গুণাবলি প্রকাশ করা।

বিশ্লেষণ : আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে সমস্ত সৃষ্টিজগতের সামগ্রিক একটি খসড়া ও অনুলিপি বানিয়েছেন এবং আঠারো হাজার জগত-সম্বলিত বিশাল জগত-গ্রন্থের একটি সূচী ও তালিকা বানিয়েছেন। আর এই মানুষের অভ্যন্তরে সমস্ত জগতের একটি নমুনা সঞ্চিত করে রেখেছেন, যে নমুনার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম দীপ্তি ছড়ায়। আর হামদের অন্তর্ভূক্ত প্রথাগত শোকরিয়া আদায় করার লক্ষ্যে এবং যে শরীয়ত স্বভাব-প্রকৃতির মরিচাকে দূর করে সেই শরীয়তকে মেনে চলার লক্ষ্যে মানুষ যখন প্রাপ্ত সকল নেয়ামতকে কাঙ্ক্ষিত পথে অর্থাৎ, ইবাদতের পথে ব্যয় করে তখন প্রত্যেকটি নমুনাই জগতের এক একটি দীপাধার ও আয়না হবে। এমনিভাবে জগতে দীপ্তমান সিফাত ও গুণ এবং জগত থেকে প্রকাশিত নামেরও দীপাধার ও আয়না হবে। আর তখন মানুষ তার রূহ্ ও দেহের সমন্বয়ে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জগতের সার-নির্যাস হয়ে যাবে এবং তার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জগতের সবকিছুই প্রকাশ হতে থাকবে।

সুতরাং হামদ ও প্রশংসা দ্বারা মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ গুণাবলির প্রকাশক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। এর উপরই ইঙ্গিত করে মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি যেটা তিনি-

০১৪. সূরা আল আনআম, সূরা কাহ্ফ, সূরা সাবা, সূরা ফাতির।

০১৫. আবু ইসহাক ইসফারাইনি (রাহ্.) বলেন, সূরা আনআমের মধ্যে তাওহীদের সমস্ত নিয়ম-কানুন রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতগুলোকে সীমাবদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। তবে ইহজগতে ও পরজগতে সেই নেয়ামত সংক্ষিপ্ত পরিসরে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দানের বর্ণনায় প্রকাশ করা হয়। সূরা ফাতিহায় সেইসব দিকেই ইশারা করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাবাণীর মাধ্যমেই বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, সূরা ফাতিহা হলো কোরআনে উল্লিখিত নেয়ামতসমূহের ভূমিকা : তাছাড়া সূরা আনআমে ইশারা করা হয়েছে প্রথম সৃষ্টির দিকে। সূরা কাহ্ফে ইশারা করা হয়েছে প্রথম স্থায়িত্বের দিকে। আর সূরা সাবায় ইশারা করা হয়েছে দ্বিতীয় সৃষ্টির দিকে। এমনিভাবে সূরা ফাতিরে ইশারা করা হয়েছে দ্বিতীয় স্থায়িত্বের দিকে। আর এ জন্যেই এই পাঁচটি সূরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُوْنِيْ ০১৬

অর্থাৎ, (আল্লাহ্ বলেন, আমি ছিলাম গোপন এক ভাণ্ডার। অতঃপর আমি সৃষ্টি করলাম এই সৃষ্টিকে- যাতে করে তারা আমাকে জানতে পারে)। এই হাদীসের মধ্যে বলেছেন। আর উল্লেখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো আমি সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছি, যাতে করে এই জগত এমন একটি আয়না হয়ে যায় যার মধ্যে আমার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে পারি।

সমস্ত বস্তুকে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিপালন

﴿لِلّٰهِ﴾ **(আল্লাহ্ তা'আলার জন্য) :** অর্থাৎ, হামদ ও প্রশংসা সেই নির্দিষ্ট পবিত্র সত্তার জন্য এবং তিনিই এর উপযুক্ত- যাকে ওয়াজিবুল উযুদ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা, মাঝে-মধ্যে ব্যাপক বিষয়কেও নির্দিষ্ট মনে করা হয়। অতএব উল্লেখিত শব্দে এই لام টি নিজ অর্থেই বিদ্যমান। অর্থাৎ, এটা 'সম্পর্কের' অর্থ প্রদান করছে। আর لام-এর মধ্যে ইখলাস ও তাওহীদের ইশারা রয়েছে।

﴿رَبِّ﴾ **(প্রতিপালক) :** অর্থাৎ, যিনি জগতের সবকিছু প্রতিপালন করেন, তত্ত্বাবধান করেন। জগতের প্রতিটি অংশ এক একটি স্বতন্ত্র জগত। আর জগতের অণুকণাগুলো নক্ষত্ররাজির মতো বিক্ষিপ্ত, ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।

জেনে রাখা ভাল যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটি উপযুক্ত কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর বস্তুকে সেই দিকের আকর্ষণ দান করেছেন। মনে হয় যেন তিনি একটি আধ্যাত্মিক নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, সেই দিককে লক্ষ্য করেই যেন বস্তুটি আবর্তন করে এবং তার সফরে তার সহায়ক হবে ও বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর করবে। আর এটা চলে সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার তত্ত্বাবধানেই। তুমি যদি সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করতে তাহলে দেখতে যে, সেগুলো আদম-সন্তানের মতো বিভিন্ন দল ও কাফেলা হয়ে আছে। প্রত্যেকেই একক ও সামষ্টিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত আছে- যে দায়িত্ব দিয়ে তার স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই নিজ স্রষ্টার নিয়মের অনুগত। অথচ কতোই-না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, মানুষই শুধু নিয়মের অনুগত নয়।

জগতের বিভিন্ন অংশ জীবিত ও বুদ্ধিমান

﴿الْعٰلَمِيْنَ﴾ **(জগতসমূহ) :** এই শব্দে يَاءٌ এবং نون আসার কারণ হল পূর্বের إِضَافَةٌ (সম্বন্ধ-সূচক), যেমন- ثَلَاثِيْنَ ,عِشْرِيْنَ অথবা বহুবচন হওয়ার কারণে। আর এর কারণ হলো জগতের অংশগুলো হলো عَوَالِمٌ অথবা এই জগত শুধু সৌরজগতের উপর সীমাবদ্ধ নয়। কবি বলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، كَمْ لِلّٰهِ مِنْ فَلَكٍ * تَجْرِي النُّجُوْمُ بِهِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

অর্থাৎ, "প্রশংসা আল্লাহর, কতো আসমান রয়েছে আল্লাহর অধীনে। নক্ষত্ররাজি সেখানে বিচরণ করে, সেই সাথে চন্দ্র ও সূর্যও।" ০১৭

০১৭. এটা আবুল আলা মুরীর কবিতা।

০১৬. এই হাদীসের কোনো সহীহ্ সনদ জানা যায়নি এবং দুর্বল সনদও জানা যায়নি। তবে মোল্লা আলী কারী (রাহ.) বলেছেন, 'তবে হাদীসের ভাবার্থ সঠিক।' ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾ (আমি মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি যাতে করে তারা আমার ইবাদত করে)। অর্থাৎ, আমার পরিচয় লাভ করে। এই আয়াত থেকে আলোচ্য হাদীসের মর্ম বুঝা যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) এই তাফসীর করেছেন। (কাশফুল খাফা থেকে সংগৃহীত, সংক্ষিপ্ত : ২/১৩২)

এই শব্দের মধ্যে জ্ঞানীবাচক বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন- ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ তাদেরকে আমার প্রতি সেজদাবনত অবস্থায় দেখেছি। (সূরা ইউসুফ : ৪) এই জ্ঞানীবাচক বহুবচন ব্যবহার করে এই দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, অবস্থার ভাষা হিসেবে সাহিত্যের দৃষ্টি জগতের প্রতিটি অংশকেই প্রাণবন্ত জ্ঞানী ও বক্তা মনে করে। কেননা, ﷺ হলো যার দ্বারা সানে ০১৮ তথা (স্রষ্টা)-কে জানা যায়, যা স্রষ্টার সাক্ষ্য দেয় এবং যা স্রষ্টার প্রতি ইশারা করে। সুতরাং প্রতিপালন ও ঘোষণা (সেজদার মতোই) এই দিকে ইশারা করে যে, এগুলোও জ্ঞানীদের মতো।

প্রতিপালনের দুটি ভিত্তি

﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ **(দয়াময় পরম দয়ালু) শব্দ-বিন্যাসের ব্যাখ্যা :** এই দুটি শব্দ তরবিয়ত তথা লালন-পালন ও প্রতিপালনের দিকে ইশারা করে। কেননা, ﴿الرَّحْمَٰنِ﴾ 'রায্যাকে'র অর্থ হওয়ার কারণে বিভিন্ন উপকারিতা গ্রহণ করার উপযোগী। আর ﴿الرَّحِيمِ﴾ 'গাফ্ফারে'র অর্থ হওয়ার কারণে ক্ষতিকর দিকগুলোকে প্রতিহত করার উপযোগী। আর উপকারিতা গ্রহণ ও ক্ষতিকে প্রতিহত করাই হলো প্রতিপালন ও লালন-পালনের মূল ভিত্তি।

রহ্মত ও দয়া কেয়ামতের ইঙ্গিতবাহক

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ **(হাশর ও প্রতিদান দিবসের স্বরূপ) শব্দ-বিন্যাসের ব্যাখ্যা :** এই আয়াতটি পূর্বের আয়াতের ফলাফল। কেননা, রহ্মত তখনই রহ্মত বলে সাব্যস্ত হবে এবং নেয়ামত তখনই নেয়ামত হবে যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং চিরসুখ-সৌভাগ্য লাভ করবে। আর যদি তা না হয় তাহলে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হিসেবে মানুষের যে বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে সেটা মানুষের জন্যেই মসিবতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর যে ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা বিভিন্ন প্রকার রহ্মত থেকে প্রকাশ হয়ে থাকে সেটাও চির-বিচ্ছেদের কারণে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় পরিণত হবে।

কেয়ামত দিবসে উপায়-উপকরণগুলো থাকবে না

প্রশ্ন : যদি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো সর্বদাই সবকিছুর মালিক। তাহলে বিচার দিবসের মালিক বলে বিশেষ দিবসের মালিক, একথা উল্লেখ করার বিশেষ কী কারণ থাকতে পারে? ০১৯

উত্তর : আমি বলি, এটা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এই দিকে ইশারা করেছেন যে, নিজের মহত্ব প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিজগত ও ক্ষণস্থায়ি-জগতে বিভিন্ন বাহ্যিক উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। আর এই মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ সেই দিবসে তুলে ফেলা হবে এবং প্রত্যেকটা বস্তুর ক্ষমতা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হবে। আর তখন প্রত্যেকটি বস্তুই নিজের মনিব ও স্রষ্টাকে সরাসরি দেখতে পারবে এবং চিনতে পারবে।

০১৮. صانِعٌ (সানে) তথা স্রষ্টা। এই নামটি আল্লাহ্ তা'আলার আসমাউল হুসনা তথা সুন্দর নামসমূহ হিসেবে প্রসিদ্ধ নয়। তবে ইমাম বায়হাকী (রাহ্.) বর্ণনা করেন যে, হাদীসের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে এ নামটি বর্ণিত রয়েছে। যেমন, হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : إِنَّ اللهَ صانِعٌ كُلَّ صانِعٍ وصَنْعَتِهِ (আল্লাহ্ তা'আলা সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রষ্টাকে এবং তাদের সৃষ্টিকর্মকে সৃষ্টি করেছেন)। ইমাম হাকেম (রাহ্.) তার মুসতাদরাক হাকেম গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

০১৯. বিচার দিবসের মালিক বলার ক্ষেত্রে।